সংবাদ

তারিখ ... ১৮।১১।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

005

সম্পাদকীয়

কিণ্ডারগার্টেন বনাম শিক্ষাব্যবস্থা

রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি-সমস্যা এখন প্রকট। আসন-সংখ্যা সীমিত, কিন্তু প্রার্থীর সংখ্যা ১০/১২ গুণ বেশী। এমনও দেখা গেছে যে, মাত্র ৫০টি আসনে ভর্তি হতে আবেদন করেছে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী। এখন রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা চলছে--ওই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর চারপাশে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের যে ভিড় চোখে পড়ে তা থেকেও ভর্তি-সমস্যা ইদানীং কত প্রকট আকার ধারণ করেছে তা বোঝা যায় ভালোভাবে। ভিড় অবশ্য নামী স্কুলকে ঘিরেই বেশি, তাহলেও রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের আসন-সংখ্যার অনুপাতে ভর্তি-বয়সী ছেলে-মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক স্কুলে একাধিক শিফট চালু করা হয়েছে, শ্রেণীকক্ষে গাদাগাদি করে বসার ব্যবস্থা হয়েছে---তারপরও এ সমস্যা মেটেনি, প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে ভর্তি হতে না পেরে স্কুলগুলো থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। তারপর কি এদের লেখাপড়া বন্ধ হয়? না, তারা ভর্তি হয় তথাকথিত কিণ্ডারগার্টেনগুলোতে--আর অনুপায় অভিভাবকরা মোটা অংকের বেতন গুনতে বাধ্য হন।

এভাবে বিরাজমান ভর্তি সমস্যাকে কেন্দ্র করে, রাজধানীতে গড়ে উঠেছে প্রায় পাঁচ শ' কিণ্ডারগার্টেন--এগুলোর সংখ্যা ক্রমশ: বাড়ছেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এতে ভর্তি সমস্যা লাঘব হয়েছে কিছুটা, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার একটা হিল্লে করতে পেরে স্বস্তিতে আছেন। কিন্তু এটা পরিস্থিতির একটি দিক মাত্র। এর অন্যদিকে রয়েছে গুরুতর কিছু সমস্যা। কারণ এগুলোর বেশির ভাগই নামে কিণ্ডারগার্টেন মাত্র, কোনো বিশেষ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি তারা অনুসরণ করে না। শিক্ষাদানের মান কিংবা উপযোগী পরিবেশের ক্ষেত্রেও এগুলোতে অসাধারণত্ব কিছু নেই, অনেক ক্ষেত্রে বরং আবশ্যিক শর্তেরই অভাব দেখা যায়। আসলে পুরোপুরি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিণ্ডারগার্টেনগুলো পরিচালিত হচ্ছে। দফায় দফায় বেতন বাড়ানো এবং নানা উপলক্ষে মোটা অংকের ফী আদায় এখন এই বৈশিষ্ট্যকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সংকটকে একটি মওকা হিসেবে নিয়ে অভিভাবকদের শোষণ করার একটা ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে এই কিণ্ডারগার্টেনগুলো।

এ ব্যাপারে সচেতন মহল অনেক আগেও সোচ্চার হয়েছেন। পত্রপত্রিকাতেও প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। সরকারের দিক থেকেও একবার নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছিল। সে লক্ষ্যে জরিপের কাজ চলেছে, রিপোর্টও দেয়া হয়েছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, শিক্ষা বিভাগ এখনো কোনো যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি।

ভর্তি সমস্যাটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটির সঙ্গে জড়িত। রাজধানীতে প্রতি বছর যেখানে গড়ে লাখখানেক করে মানুষ বাড়ছে, সেখানে স্কুলের পর স্কুল বানিয়ে এবং তাতে শিফটের পর শিফট চালু করেও এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। এ জন্যেই আমরা বিভিন্ন সময়ে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছি। শ্রেণীকক্ষকেন্দ্রিক ব্যবস্থার পাশাপাশি এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্ব থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকাভুক্ত করা, পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশ করা। ছাত্র-ছাত্রীরা তখন বাড়ীতে লেখাপড়া করেও ডিগ্রী নিতে পারবে। তখন ইচ্ছে করলে সরকার শ্রেণীকক্ষকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারীকরণ করেও বিপুল ব্যয় বাঁচাতে পারবেন।

কিণ্ডারগার্টেন নামাংকিত এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিধিবদ্ধ নিয়মের আওতায় এনে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, তা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। তবে এগুলোর সংখ্যা আরো বেড়ে যদি প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি কখনো তৈরী হয় তাহলেই হয়তো এ সমস্যার সুরাহা হবে কিছুটা।